আই ডি নংঃ ১৮

৩. জুয়েল রানা

বয়স ঃ ২৪ বছর

পিতা ঃ আইয়ূব জোয়রদার

স্থায়ী ঠিকানা ঃ করাতিপাড়া, রতন হাট, নলডাঙ্গা , ঝিনাইদহ

মোবাইল ফোন নংঃ ০১৯১৮৬২১৩৯৭৩

সাক্ষাতকার থেকে পাওয়া ঃ

জুয়েল রানা । ঝিনাইদহের করাতিপাড়া গ্রামে বাড়ি। সাভার রানা পণ্ডাজা ট্রাজিডিতে গুরুতর ভাবে মেরূদন্ডে আঘাত পান । তিনি সুইং অপারেটর ছিলেন । ২ মাস হাসপাতালে থাকার পর যখন একটু সুস্থ হলেন তখন হাসপাতাল থেকে ৭ দিনের অসুধ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় । তার পর ১ বার পুনরায় হাসপাতালে এসে চেক আপ করিয়ে যান। প্রতি ১৫ দিন অন্ড়র হাসপাতালে এসে দেখা করার কথা থাকলেও আসা যাওয়ার টাকা জোগাড় না হওয়ায় আর ঢাকায় আসা হয় নাই । স্থানীয় ভাবেই এখন পর্যন্ড় চিকিৎসা চালাচ্ছেন । যার সমস্ড় খরচ তার পরিবার থেকেই বহন করা হচ্ছে । বিজি এমইএ থেকে ও তেমন একটা সাড়া পান না । তিনি এ পর্যন্ড় বেতন ৫০ হাজার, প্রধানমন্ত্রি ও ঢাকা ডিসি অফিস হতে ১৫ হাজার এবং অন্যান্য জায়গা হতে ৪০ হাজার টাকা পান । শেষ পর্যন্ড় তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ ।

তিনি বিবাহিত এবং একছেলে আছে । ছেলেটি প্রাইমারিতে ২য় শ্রেণীতে পড়াশোনা করে । তার পরিবারে ৯ জন সদস্য যার মধ্য তিনি একজন অন্যতম উপার্জক ছিলেন । তার উপার্জনের সিংহভাগ টাকায় সংসার চলত। কিন্তু তিনি এখন বেকার হওয়ায় সংসারটি অভাব অনটনের মধ্য দিনানিপাত করছে । তিনি খুব দ্রুত একটি কাজের মধ্য প্রবেশ করতে চান । তার যেহুতু কো ভারি কাজ মোটেও করা যাবেনা সেহুতু বসে থেকে করতে পারবেন এমন কাজই বেছে নিতে চান । সেক্ষেত্রে তিনি একটি মুদির দোকান দিতে চান । তার কাছে এখন সব মিলায়ে প্রায় ৩০ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে। আর কিছু টাকা হলেই তিনি তার বাড়ির পাশে একটি মুদি দোকান করতে চান ।

মন্ড়ব্য ঃ তিনি গ্রামেই একটি মুদি দোকান দিতে চান । তার এখন শুধু দোকানের কিছু মালামাল কিনে দিতে হবে । এ বাবদ ৬০ হাজার টাকার মালামাল কিনে দেওয়া যেতে পারে ।

অনুদানের প্রস্ড়াব ঃ ৬০০০০/- (ষাট হাজার টাকা মাত্র)

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪৬৪

স্পন্দনবি বাংলাদেশ

মো: জুয়েল রানা

স্পন্দনবি বাংলাদেশ এবং রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে আহত কর্মক্ষমহীন সদস্য/সদস্যার মধ্যে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি পত্র যাহা অদ্য..২৪/১১/২০১৬.. ইং তারিখে সম্পাদিত হলো ।

চুক্তি-পত্রের পক্ষঃ

প্রথম পক্ষঃ স্পন্দনবি বাংলাদেশ, (বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিবন্ধন নং ২৬২৩ এবং যাহা একটি সাহায্য সংস্থা হিসাবে কাজ করছে) ১৬/১৯, ফ্ল্যাট # ৯এ, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে উহার কান্ট্রি ডিরেক্টর মসিহ-উর রহমান ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ নামঃ জুয়েল রানা
স্বামীঃ মৃত জিন্নাহ হাওলাদার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রামঃ করাতিপাড়া, উপজেলাঃ নলডাঙ্গা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রামঃ করাতিপাড়া, উর্পজেলাঃ নলডাঙ্গা,জেলাঃ ঝিনাইদহ।
(যিনি নিম্ন বর্ণিত সুবিধাভোগী হিসেবে নিজে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে)

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত "রানা প্লাজা" নামে একটি ৯ (নয়) তলা ভবন ধ্বসে পড়ে যাহাতে কর্মরত সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিক মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের মধ্য অনেকেরই বিভিন্ন অঙ্গহানী হয়। আহতদের মধ্যে অনেকেই চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে আর্থিক কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই আহতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্পন্দনবি বাংলাদেশ একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং আহতদেরকে সরাসরি অর্থ সাহায্য প্রদানের পরিবর্তে তাহাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় । এমতাবস্থায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আহতদের মধ্যে হইতে বাছাইক্রমে একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত শর্ত/ নীতিমালা সাপেক্ষে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত হয় ।

আহতের বর্ননা ও সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্যঃ

সাভার রানা প্লাজা দূর্ঘটনায় তার (জুয়েল রানা) সারা শরিরে ও মেরুদন্ডে আঘাত পান। । চিকিৎসার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেছেন এবং একটু একটু হাঁটতে পারেন । ভারী কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তিনি যে সাহায্য পেয়েছিলেন তা দিয়ে তিনি একটি ছোট মুদি দোকান দিয়েছেন । এখন তার দোকানের আরও কিছু মালামাল ক্রয়ের জন্য ৬০,০০০ টাকার প্রয়োজন ।

কখ ৪৫২০৪৬৫

শর্ত/নীতিমালাঃ

ক. মুদি দোকানের মালামাল ক্রয় বাবদ প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে এককালীন সর্বমোট ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকার সমমূল্যের সাহায্য প্রদান করবেন ।

খ. প্রদত্ত সাহায্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ নিম্নবর্ণিত উপায়ে পুনর্বাসিত হওয়ার অঙ্গীকার করছে-প্রাপ্ত সাহায্য দোকান পরিচালনার মালামাল। তথা তার মুদি দোকানের জন্য খরিদকৃত সমমূল্যের মুদি মালামাল, স্পন্দনবি বাংলাদেশের নিকট অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

গ. পুনর্বাসন লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামালের পাকা রশিদ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে দিতে বাধ্য থাকবে।

ঘ. পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা প্রথম পক্ষ তত্বাবধান ও অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঙ. যদি কোন কারণে দ্বিতীয় পক্ষ এই নথিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থ হয়, তবে যে কোন মুহূর্তে প্রথম পক্ষ বাকী সাহায্য প্রদান (যদি থাকে) বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপরের বর্ণিত সকল শর্ত/নীতিমালা আমলে নিয়ে এবং উহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকিয়া পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

স্বাক্ষর
(প্রথম পক্ষ)
(মসিহ-উর রহমান)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্বাক্ষর
(দ্বিতীয় পক্ষ)
(জুয়েল রানা)
ঠিকানাঃ গ্রামঃ করাতিপাড়া,
উপজেলাঃ নলডাঙ্গা,জেলাঃ
ঝিনাইদহ।

স্বাক্ষী গণের স্বাক্ষরঃ

১।

২।

৩।